

পাঠ্যক্রমও সম্পূর্ণ পড়ানো হয় না

(ইউফাক রিপোর্ট)

ঢাকার বসিয়া না থাকিয়া জেলা থানা পর্যায়ে স্কুল-কলেজ-গুলিতে ছুটোছুটি করিয়া নব বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণা জনগণের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে চেষ্টা করুন।

পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষাদানের দিকদিগন্ত পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তন কেন্দ্রে আরোজিত আলোচনাচক্র নেত্রকোনা সরকারী কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক জনাব মুজিবুর রহমান উপস্থিত বিশেষজ্ঞদের প্রতি এই আশ্বাস জানান।

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের হীরক জয়ন্তী সেমিনারের দ্বিতীয় (৮ম পৃঃ ১-এর কঃ দৃঃ)

পাঠ্যক্রমও পড়ানো হয় না

(১ম পৃঃ পর)

দিনে গতকাল (রবিবার) বিকালের অধিবেশনে বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতার শেষে অনুরোধক্রমে বক্তব্য পেশের সুযোগ পাইয়া মফস্বলের এই বিজ্ঞান শিক্ষক বলেন, স্কুল পর্যায় হইতে যাহারা কলেজে পড়িতে আসে, তাহাদের পড়াইতে গিয়া দেখিতে পাই, স্কুলের পাঠ্যক্রমটুকু পুরাপুরি পড়ানো হয় নাই।

উক্ত আলোচনাচক্রে বর্তমান মুখ্যশিক্ষা সচিব ও সাবেক জনশিক্ষা পরিচালক 'স্কুল পর্যায়ে পরমাণুর গঠন সৌষ্ঠ' পড়ানোর জরুরী প্রয়োজনের উপর জোর প্রদান করিয়া বক্তৃতাদানের পর দেশের একটি মফস্বল সরকারী কলেজের শিক্ষক নিম্নস্তরের শিক্ষার এই দুর্দশার কাহিনী তুলিয়া ধরেন।

পরীক্ষামূলক পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞানের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষক প্রফেসর এম. হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সাবেক ডি-পি-আই জনাব ফেরদৌস খান বলেন, আমাদের পাঠ্যক্রম ছিন্ন-ভিন্ন, ইতস্ততঃ। আমাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ মাস্তাতার। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের কলেজ হইতে যাহারা পাস করিয়া বাহির হন তাহাদের মধ্যে শিক্ষাদানের শক্তি জন্মায় না। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের

বিজ্ঞান শিক্ষকদেরও ব্যাপ্তি নবায়ন করা দরকার।

ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিন গত ২০ বৎসরে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ গুণ, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১০ গুণ, গ্রাজুয়েশন পর্যায়ে ৫ গুণ ও মাস্টার্স ডিগ্রী পর্যায়ে ২০ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, আজ মাথাগোনা হিসাবেও বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে। পদার্থ বিজ্ঞানে কী শিখানো হইবে তাহা নির্ণয় করিতে এই ব্যাপকতাকেও হিসাবে ধরিতে হইবে।

তিনি জীবনের প্রয়োজন পূরণ, জাতীয় সম্পদের ব্যাপারে সচেতনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার আশ্বাস জানান।

তিনি বিজ্ঞান শিক্ষকদিগকে শিক্ষকতা, গবেষণা ও যুগোপযুগী জ্ঞান প্রচারের জন্য সময় বাঁটিয়া নিতে আশ্বাস জানাইয়া বলেন, বিশ্বব্যাপী খ্যাতির অধিকারী বিজ্ঞানীরাও আপন দেশবাসীকে নিজেদের গবেষণালব্ধ ধারণা ও জ্ঞান অবহিত করার জন্য জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করিয়াছেন।